বাক্য প্রকরণ

ভূমিকা

এ ইউনিটে আমরা বাক্য নিয়ে আলোচনা করব। বাক্যের মৌলিক উপাদান পদ। তবে এলোমেলোভাবে পদ ব্যবহার করলেই তা বাক্য হবে না। বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলে তবেই তা বাক্য হবে। এ ধারণাটিকে মাথায় রেখে বাক্যের সংজ্ঞা এভাবে আমরা নিরূপণ করতে পারি।

সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা যখন কোনো বিষয়ে কোনো বক্তার ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বাক্য বলে।

ভাষার বিচারে বাক্যের তিনটি গুণ থাকা দরকার। সেগুলো হচ্ছে- (১) আকাঙ্ক্ষা, (২) আসত্তি, (৩) যোগ্যতা,

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাক্যে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।

(ক) পৃথিবী সূর্যের চারদিকে

(খ) করে মাঠে ছেলেরা খেলা

(গ) আকাশে গরু ওড়ে

উদ্ধৃত তিনটি অংশ, কোনোটিই বাক্য নয়। যদিও এগুলোর প্রত্যেকটিতে একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ধরা যাক (ক) উদাহরণটি- "পৃথিবী সূর্যের চারদিকে" বললে বক্তার মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। সেজন্য এটি বাক্য নয়। যদি উদাহরণটি এভাবে লেখা হতো - "পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে" - তাহলে এটিকে বাক্য বলা যেত। কারণ এখানে বক্তার মনোভাব পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে দেখা যাবে বক্তার মনোভাব প্রকাশের জন্য যে যে শব্দ বা পদ প্রয়োজন তার সবগুলোই ব্যবহার করতে হবে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে (খ) সবগুলো প্রয়োজনীয় শব্দই আছে, তবে তা বসান হয়েছে এলোমেলো করে। শব্দগুলো যদি এভাবে বিন্যাস করা যায় - ছেলেরা মাঠে খেলা করে। তাহলে বাক্যটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

তৃতীয় উদ্ধৃতিতে (গ) বাক্যের প্রথমের দুটি শর্তই আছে। তবে এতে যা বলা হয়েছে- তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ গরু আকাশে ওড়ে না, তাই এটি বাক্য নয়। যদি বলা যায়, পাখি আকাশে ওড়ে, - তাহলে এটি সঠিক বাক্য হবে।

প্রথম উদ্ধৃতি : পৃথিবী সূর্যের চারদিকে - এতে আরও জানার আকাঙ্ক্ষা ছিল। 'ঘোরে' পদটি বসানোর ফলে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। তাই বলা যায়-

বাক্যের অর্থ নির্দিষ্টভাবে বোঝার জন্য এক পদের পরে অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা, তাই আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি : করে মাঠে ছেলেরা খেলা - এতে পদগুলোর ক্রম বা বিন্যাস সঠিক নেই। পদগুলোর বিন্যাস - ছেলেরা মাঠে খেলা করে। তাই বলা যায়-

বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য শৃঙ্খলাযুক্ত পদবিন্যাসকেই আসত্তি বলা যায় ।

তৃতীয় উদ্ধৃতি : গরু আকাশে ওড়ে - বাস্তবসম্মত নয়। যা বাস্তব সম্মত তা হচ্ছে - পাখি আকাশে ওড়ে। তাই বলা যায়-

বাক্যের পদসমূহের মধ্যে যা বাস্তবসম্মত ভাব প্রকাশ করে তাকে যোগ্যতা বলে ।

বাক্য তাই শুধু শব্দসমষ্টি নয় - এতে থাকতে হয় আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাক্যের একটি সংজ্ঞা লিখুন

উত্তর ----------

---।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. আকাঙ্ক্ষা বলতে বোঝায় ----------

খ. আসত্তি বলতে বোঝায় ----------

গ. যোগ্যতা বলতে বোঝায় ----------

৩। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতার মানদণ্ডে নিচের উদ্ধৃতিগুলো সঠিক বাক্যে রূপান্তর করুন।

ক. আমি প্রতিদিন তিন মাইল হেঁটে স্কুলে

খ. পুকুরে পাখি বাস করে

গ. গ্রামে গাছ উচিত আমাদের লাগান

ঘ. সুন্দরবনে হরিণ যায় পাওয়া চিত্রল

ঙ. দুটি গরু গাছের মাথায় বাসা বেঁধেছে

চ. হাতি আকাশে সাঁতার কাটছে

পাঠটি পড়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় চিহ্নিত করতে পারবেন।
* গঠন অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কি কি লিখতে পারবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি অংশ পাই। একটি- বাক্যে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়। বাক্যের দুটি অংশের প্রথমটির নাম উদ্দেশ্য ও দ্বিতীয়টির নাম বিধেয়।

বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলা হয়।

করিম বই পড়ে। এ বাক্যে 'করিম' উদ্দেশ্য। কারণ 'করিম' সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে। যা বলা হচ্ছে- অর্থাৎ "বই পড়ে" অংশটি বিধেয়।

উদ্দেশ্য ও বিধেয় অনেক সময় সম্প্রসারিত হতে পারে।

আমাদের স্কুলের করিম ভাল ছাত্র।

এখানে উদ্দেশ্য 'করিম' ও উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক 'আমাদের স্কুলের'।

লোকটি অত্যন্ত দ্রুত হাঁটতে পারে। এ বাক্যে 'হাঁটতে পারে' বিধেয় ও 'অত্যন্ত দ্রুত' বিধেয়র সম্প্রসারক।

বাক্যের প্রকারভেদ

গঠন অনুযায়ী বাক্যেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হচ্ছে- (১) সরল বাক্য (২) মিশ্র বাক্য বা জটিল বাক্য (৩) যৌগিক বাক্য।

করিম স্কুলে গিয়াছে। এখানে 'করিম' উদ্দেশ্য 'গিয়াছে' বিধেয়। এটি একটি সরল বাক্য। যে বাক্যে একটি কর্তা বা উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে।

পাখি আকাশে ওড়ে

↓ ↓

উদ্দেশ্য বিধেয়

মিশ্র বা জটিল বাক্য - যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্য থাকে এবং তার অধীনে এক বা একের বেশি অপ্রধান বা আশ্রিত খণ্ড বাক্য থাকে তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।

যে পরিশ্রম করে সেই সুখ লাভ করে

↓ ↓

অপ্রধান বা আশ্রিত খণ্ড বাক্য প্রধান খণ্ড বাক্য

যৌগিক বাক্য - পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা তার চেয়ে বেশি খণ্ড বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন -

তুমি এলে	তবে	আমি যাব
↓	↓	↓
খণ্ড বাক্য	সংযোজক	খণ্ড বাক্য

সরল বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ড বাক্যে পরিণত করতে হয় ও উভয়ের সংযোগের জন্য সম্বন্ধসূচক পদের সাহায্যে (যেমন-তবে, যে, সে) পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যেমন -

সরল বাক্য	জটিল বা মিশ্র বাক্য
ভিক্ষুককে দান কর।	যে ভিক্ষা চায় তাকে দান কর।
গুণবান ব্যক্তি বিনয়ী হন।	যার গুণ আছে তিনি বিনয়ী।
তিনি দরিদ্র হলেও লোভী নন।	যদিও তিনি দরিদ্র, তবুও লোভী নন।

মিশ্র বা জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যেকে সরল বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে মিশ্র বাক্যের প্রধান খণ্ড বাক্যটিকে সঙ্কুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যেমন-

জটিল বাক্য	সরল বাক্য
যারা মূর্খ তারা পশুর সমান।	মূর্খলোক পশুর সমান
যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।	রক্ষকই ভক্ষক
যতদিন জীবন থাকবে, মিথ্যাকথা বলব না।	আজীবন মিথ্যা কথা বলব না

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কোন বাক্যটি সরল বাক্য?

ক. যিনি বিদ্যা অর্জন করেন তিনি জ্ঞানী।

খ. যাহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইয়াছে তাহারা এখন দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

গ. কাক ডাকে।

ঘ. যে গরিব, তাকে সাহায্য কর।

২। সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের সংজ্ঞা লিখুন।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. গ

বাগধারার ব্যবহার

সংজ্ঞা : এক বা একাধিক শব্দ যখন বিশিষ্ট একটি অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বাগধারা বলা হয়। যেমন- অগ্নি পরীক্ষা = কঠিন পরীক্ষা।
বাগধারা বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। নিচের বাগধারাগুলো ভাল করে পড়ুন ও ব্যবহার করতে শিখুন।

বাগধারার উদাহরণ

১. অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ) - অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটা প্রতিবছর ফেল করে, তাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

২. অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) - চোরটা দুদিনের জ্বরেই অক্কা পেয়েছে।

৩. অগস্ত্য যাত্রা (চির দিনের জন্য প্রস্থান) - বাবা-মার বকুনি খেয়ে ছেলেটা সেই যে বাড়ি থেকে পালাল, আর ফিরল না – কে জানত এই হবে তার অগস্ত্য যাত্রা।

৪. অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন) – বুড়ি মায়ের অন্ধের যষ্টি সেই ছেলেটিও গতকাল সাপের কামড়ে মারা গেছে।

৫. অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) – ঐ কৃপণ বুড়োর কাছে টাকা চাওয়া আর অরণ্যে রোদন একই কথা।

৬. অগাধ জলের মাছ (চতুর ব্যক্তি) – সে তো অগাধ জলের মাছ, তার মনের ফন্দি-ফিকির বুঝবে কি করে?

৭. অন্ধকারে ঢিল ছোড়া (না জেনে কিছু করা) – বিষয়টা আগে ভাল করে জেনে নাও, অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার দরকার কি?

৮. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী (অল্পবিদ্যার গর্ব) – অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী বলেই ফটিক মিয়া শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক কারো সমালোচনাই বাদ দেয় না।

৯. অর্ধচন্দ্র দান (গলাধাক্কা) – বেয়াদব লোকটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে মজলিশ থেকে বিদায় করে দাও।

১০. অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শনীয়) – তুমি যে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলে, তোমার আর দেখাই পাওয়া যায় না।

১১. অগ্নি পরীক্ষা (চরম পরীক্ষা) – জাতীয় জীবনে এ এক অগ্নি পরীক্ষা - এতে আমাদের উত্তীর্ণ হতেই হবে।

১২. আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) – ঘরে বসে আকাশ কুসুম কল্পনা করলে কিছু হবে না - চাই পরিশ্রম আর নিষ্ঠা।

১৩. আক্কেল সেলামি (বোকামির সেলামি) বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে ৫০ টাকা আক্কেল সেলামি দিয়ে ফিরে এলাম।

১৪. আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক হওয়া) – কাঁচামালের ব্যবসা করে এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

১৫. আদায়-কাচকলায় (শত্রুতা) – দু ভায়ের সম্পর্ক আদায়-কাচকলায়, কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখে না।

১৬. আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি) – তার মিথ্যা অভিযোগ শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।

১৭. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) – সে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি - তাকে কোনো দায়িত্ব দিয়ে লাভ নেই।

১৮. আকাশ ভেঙে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – চাকুরি হারিয়ে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

১৯. আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূতী)– তার আঠার মাসে বছর, কোনো কাজই সে সময়মত করতে পারে না।

২০. আলালের ঘরের দুলাল (অতি আদরে নষ্ট পুত্র) – রোদ-বাতাস সইতে পারে না, পরিশ্রম করতে পারে না এমন আলালের ঘরের দুলালের হাতে আমার ব্যবসার কাজকর্ম ছেড়ে দিতে পারি না।

২১. আষাঢ়ে গল্প (অসম্ভব কাহিনী) – তুমি খালি হাতে বাঘ মেরেছ -এটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছুই নয়।

২২. ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব) – ও ইঁচড়ে পাকা ছেলে- না হলে বাবা-মায়ের সঙ্গে এরকম তর্ক করে।

২৩. ইতর বিশেষ (পার্থক্য) – ছেলে-মেয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ না করে দুজনেরই লেখাপড়ার সমান সুযোগ দাও।

২৪. উত্তম মধ্যম (প্রহার) – পুলিশে দিয়ে কি হবে, চোরটিকে উত্তম মধ্যম দিয়ে গাঁ থেকে বের করে দাও।

২৫. এক চোখা (পক্ষপাতিত্ব) – গাঁয়ের মোড়ল একচোখা, তার কাছে সুবিচার পাবে কি করে?

২৬. এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) – ছেলের জন্মদিনে এতবড় আয়োজন এ যে এক এলাহি কাণ্ড।

২৭. কলুর বলদ (একটানা খাটুনি) – সারাদিন সংসারে কলুর বলদের মতো খেটে মরছি – তবু কেউ দুটো ভাল কথা বলে না।

২৮. কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা) – কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য একথা বলিনি এ নেহায়েতই কথার কথা।

২৯. কত ধানে কত চাল (হিসাব করে চলা) – তোমাকে তো উপার্জন করে সংসার চালাতে হয় না আমি উপার্জন করে সংসার চালাই - তাই জানি কত ধানে কত চাল।

৩০. কড়ায় গণ্ডায় (পুরোপুরি) – আগে কড়ায় গণ্ডায় পাওনা বুঝিয়ে দাও তারপরে তোমার অন্য কথা।

৩১. কেতাদুরস্ত (পরিপাটি) – করিম পোশাকে কেতাদুরস্ত হলে কি হবে লেখাপড়া তো কিছুই জানে না।

৩২. কাঠের পুতুল (নির্জীব) – ওই কাঠের পুতুল দিয়ে কিছু হবে না, এত ব্যবসা চালাতে হলে চটপটে বুদ্ধিমান ছেলে দরকার।

৩৩. কান পাতলা (বিশ্বাসপ্রবণ) – লোকটির ভয়ানক কান পাতলা, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে।

৩৪. কেঁচেগণ্ডুষ (পুনরায় আরম্ভ করা) – অঙ্ক সবই ভুলে বসে আছি, ছেলেকে পড়াতে যেয়ে আবার কেঁচেগণ্ডুষ করতে হচ্ছে।

৩৫. খয়ের খাঁ (চাটুকার) – তুমি তো বড় সাহেবের খয়ের খাঁ তুমি আমাদের আন্দোলনে আসবে না।

৩৬. গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) – আমি তোমাদের মতো গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে চাই না, নিজের মতো করে নিজে বাঁচতে চাই।

৩৭. গলগ্রহ (পরের বোঝা স্বরূপ) – আমি কারো গলগ্রহ নই, গায়ে খেটে নিজের অন্ন জোগাড় করি।

৩৮. গোবর গণেশ (মূর্খ) – ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ, বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।

৩৯. গোঁফ খেজুরে (অলস) – সে যা গোঁফ খেজুরে লোক, ঢাকনা খুলে হাঁড়ির ভাতটুকু নিয়েও খেতে পারবে না।

৪০. গোড়ায় গলদ (আরম্ভে ভুল) – অঙ্ক মিলবে কি করে, গোড়াতেই যে গলদ করে বসে আছ।

৪১. গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য)- ভেবেছিলাম এবার ভাল ফসল পাব কিন্তু সে গুড়ে বালি, বান সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

৪২. ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত করা) - দুবেলা ভাত জোটে না, এদিকে প্রতি রাতে সিনেমা দেখার শখ এ ঘোড়া রোগ ছাড়া আর কি!

৪৩. চিনির বলদ (ভারবাহী কিন্তু লাভের অংশীদার নয়) – সংসারে দিনরাত খেটে মরছি কিন্তু চিনির বলদের মতো লাভের লাভ কিছুই পাই না।

৪৪. চোখের বালি (চক্ষুশূল) – ছেলেটা সৎমায়ের চোখের বালি দিনরাত গালিই শোনে।

৪৫. ছকড়া নকড়া (সস্তা দর) – বাজারে ইলিশ মাছের আমদানি বেশি, তাই ছকড়া নকড়া দরে বিক্রি হচ্ছে।

৪৬. ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য বস্তু)- একি ছেলের হাতের মোয়া যে চাইলেই পাবে, ভাল ফলাফল করতে চাইলে পরিশ্রম করে অনেক বেশি পড়তে হবে।

৪৭. জিলিপির প্যাচ (কুটিলতা) – ওর কথা বিশ্বাস করো না, বাইরে ওকে ভাল মানুষের মতো দেখালেও পেটের ভিতরে ওর জিলিপির প্যাচ।

৪৮. টনক নড়া (চৈতন্য লাভ করা) – একবার ফেল করে ওর টনক নড়েছে, এবার বছরের শুরুতেই লেখাপড়া আরম্ভ করেছে।

৪৯. ঠোঁট কাটা (বেহায়া) – ও ছেলের ঠোঁট কাটা, মুরুব্বির সামনেও বেফাঁস কথা বলে ফেলতে পারে।

৫০. তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) – ওদের মধ্যে এত দহরম মহরম কিন্তু সামান্য স্বার্থের টানাপোড়নেই বন্ধুত্ব তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল।

৫১. দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা) – বড় সাহেবের সঙ্গে তোমার যে দহরম মহরম সহজেই তুমি কাজটা তার কাছ থেকে বাগিয়ে নিতে পারবে।

৫২. নয় ছয় (অপচয়)- দুদিনেই ছেলেটা পৈতৃক সম্পত্তি নয় ছয় করে উড়িয়ে দিল।

৫৩. পটল তোলা (মারা যাওয়া) – জনতার হাতে বেদম মার খেয়ে চোরটা গতরাতে পটল তুলেছে।

৫৪. বাঘের দুধ (সহজপ্রাপ্য নয় এমন বস্তু) – টাকায় কিনা পাওয়া যায় - চাইলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

৫৫. মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ) – ওর কথায় যত মধুই থাক ও মিছরির ছুরি, অন্তরে তার কথা বিধে যায়।

৫৬. মগের মুল্লুক (অরাজক দেশ) – একি মগের মুল্লুক পেয়েছ যা খুশি তাই করবে।

৫৭. রুই কাতলা (পদস্থ ব্যক্তি) – তিনি সমাজের একজন রুই-কাতলা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কি রক্ষা পাওয়া যাবে?

৫৮. শাঁখের করাত (উভয় সঙ্কট) – এদিকে বন্ধুদেরও বিপদে ফেলতে পারি না আবার শিক্ষকদেরকে মিথ্যা কথাও বলতে পারি না আমার অবস্থা শাঁখের করাতের মত।

৫৯. হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা ফাঁস করা) – আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে তোমার সব গোপন কথা ফাঁস করে দেব।

৬০. হাত টান (চুরির অভ্যাস) – টাকা পয়সা সাবধানে রাখ চাকরটার হাত টানের অভ্যাস আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কেঁচোগণ্ডূষ' বাগধারার সঠিক অর্থ কোনটি?

ক. নির্জীব　　খ. চতুর

গ. পুনরায় আরম্ভ করা　　ঘ. ভুলে যাওয়া

২। পটল তোলা বাগধারার অর্থ-

ক. বেঁচে যাওয়া　　খ. মৃত্যুবরণ করা

গ. মূর্খ　　ঘ. অনির্দিষ্ট

৩। নিচের কোন বাক্যটিতে সঠিকভাবে বাগধারা ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি।

খ. আমি বাজার থেকে অগাধ জলের মাছ কিনব।

গ. কিছুই জানে না কিন্তু গর্বের শেষ নেই, একে বলে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

ঘ. বুড়োটা ভারি ইঁচড়ে পাকা।

৪। নিচের বাগধারাগুলো দিয়ে সার্থক বাক্য রচনা করুন।

ক. ইতর বিশেষ ----------

খ. অর্ধচন্দ্র দান ----------

গ. কান পাতলা ----------

ঘ. ঘোড়া রোগ ----------

ঙ. ছকড়া নকড়া ----------

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। গ ২। খ ৩। গ